জেলা: কক্সবাজার

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন

দেওয়ানী রিভিশন নং ২৫৮৩/২০০৪

পক্ষগণঃ

আবুল হোসেন
.....বিবাদী-আপীলেন্ট-দরখাস্তকারী
-বনাম-
মোসাম্মৎ মোবারকা খাতুন মারা যাওয়ায় তার উত্তরাধিকারীগণ:
আনোয়ারা বেগম গং
.....বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষগণ

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ

কেউ উপস্থিত হয়নি
.....দরখাস্তকারীর পক্ষে
জনাব মোঃ আনোয়ারুল আজিম খায়ের
..... প্রতিপক্ষগণের পক্ষে

শুনানীর তারিখ: ১৯.০৭.২০২৩ ও ০২.০৮.২০২৩
রায় প্রদানের তারিখ: ১১.১২.২০২৩

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন:

বিবাদী-আপীলেন্ট-দরখাস্তকারী কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) এর বিধান মতে দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষগণের প্রতি কারণ দর্শানোপূর্বক রুল জারী করা হয়, যা নিম্নরূপ:

> *"Let the records be called for and a Rule issue calling upon the opposite party No. 1 to show cause as to why the impugned judgment and decree dated 08.02.2004 passed by the learned Additional District Judge, Cox's Bazar in Other Appeal No. 02 of 1992 dismissing the appeal and affirming the judgment and decree dated 04.11.1991 passed by the learned Subordinate*

Judge, Cox's Bazar in Other Suit No. 57 of 1981 decreeing the suit on contest against the defendant Nos. 1-13 and ex parte against the rest should not be set aside or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper."

বাদী-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষগণের মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নালিশী ১নং তপশীলের জমির মালিক ওয়াইজ উদ্দিন মাতব্বরের ৩ পুত্র আমিন শরীফ, এমদাদ মিয়া ও একরাম মিয়া। তৎমতে তাদের নামে আরএস খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রচারিত আছে। আমিন শরীফ ১৮.০৫.১৯৩৮ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত পাট্টা মূলে পৈয় উদ্দিন নামক ব্যক্তিকে ১নং তপশীলের জমি বন্দোবস্ত দেন। পৈয় উদ্দিন উপরিস্থ জমিদার বরাবরে উক্ত জমিতে খাজনা আদায়ে ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় টাকার প্রয়োজনে গত ০৬.০১.১৯৫৬ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রি কবলা মূলে ১নং তপশীলের আন্দরে নালিশী "ক" ও "খ" তপশীলভুক্ত ১.২০ একর জমি বদরুজ্জামানের নিকট বিক্রয়ক্রমে উক্ত জমির দখল বদরুজ্জামান বরাবরে সমজিয়ে দেন। বদরুজ্জামান নালিশী "ক" ও "খ" তপশীলের জমিতে তামাদির উর্ধ্বকাল যাবৎ সকলের জ্ঞাতসারে দখলকার থাকাবস্থায় নালিশী জমি সম্পর্কিত পি.আর.আর ও এম.আর.আর. ও বি.এস খতিয়ান তার নামে চূড়ান্তভাবে প্রচারিত হয়। বদরুজ্জামান বাদীনির স্বামী হন। বদরুজ্জামান নালিশী জমি গত ৩০.০৬.১৯৮০ ইং তারিখের দানপত্র মুলে বাদীনিকে দান করত: উহার দখল বাদীনিকে বুঝিয়ে দেন। উক্ত দানপত্র মূলে প্রাপ্ত নালিশী জমিতে বাদীনি চাষাবাদে ভোগদখলকার আছে। ১-১৩ নং মূল বিবাদীগণ পৈয় উদ্দিনের ওয়ারিশ হন। ১৪-২১ নং বিবাদীগণ পৈয় উদ্দিনের ওয়ারিশ হতে ১নং তপশীলের অপরাপর জমি খরিদ করায় বাদীনি তাদেরকে এই মোকদ্দমায় পক্ষ করেছেন। পৈয় উদ্দিনের ওয়ারিশ ১-১৩ নং বিবাদীগণের নালিশী জমিতে কোন স্বত্ব দখল নাই। অত্র মোকদ্দমার ১-১৩ নং মূল বিবাদীগণ দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাদের সাথে বাদীনি ও তার স্বামীর পূর্ব শত্রুতা আছে এই মর্মে বাদীনির স্বামী ১-১৩ নং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করেন। পৈয় উদ্দিন জীবিত থাকাবস্থায় নালিশী জমি বদরুজ্জামানকে বিক্রয় করায় নালিশী জমিতে তাদের কোন স্বত্ব ও

স্বার্থ ছিল না। ১-৭ নং বিবাদীরা আনোয়ার হোসেন চৌধুরীগণ এর সহায়তায় বিগত ০৫.০২.১৯৮১ ইং তারিখে বাদীনির স্বামী হতে জোরপূর্বক একটি এগ্রিমেন্ট হাসিল করেন। ০৫.০২.১৯৮১ ইং তারিখ নালিশী জমি সংক্রান্তে কোন সালিশী এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করার অধিকার বদরুজ্জামানের ছিল না। বদরুজ্জামান আনোয়ার হোসেন গংকে নালিশী জমি সংক্রান্ত কোন সালিশকার নিয়োগ করেন নাই এবং আনোয়ার হোসেন গং কোন নালিশী বৈঠকে বসেন নাই, সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই, দলিলপত্র পর্যালোচনা করেন নাই এবং কোন রোয়েদাদ প্রচার করেন নাই। উক্ত আনোয়ার হোসেন চৌধুরী গং সম্প্রতি এক রোয়েদাদ প্রচার করেছেন বলে প্রচার করছেন। উক্ত রোয়েদাদ মিথ্যা, ভুয়া ও ভিত্তিহীন হয়। উক্ত রোয়েদাদ আইনতঃ কোন রুল অব কোর্ট হয় নাই। উক্ত রোয়েদাদ নালিশী জমি কিংবা বাদীনির বিরুদ্ধে বাধ্যকর নয়। নালিশী জমিতে বাদীনি ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় নালিশা "খ" তপশীলের আর.এস ৩৪ দাগের সর্বপূর্বাংশে ৫ গন্ডা জমিতে এবং একই তপশীলোক্ত "ক"-২৪ নং দাগের ৩ গন্ডা জমিতে ১-৭ নং বিবাদীরা জোরপূর্বক প্রবেশ করে ২ খানা হাংগামা গৃহ নির্মাণ করেন। বাদীনি ঘর বাঁধতে নিষেধ করা সত্ত্বেও এবং উক্ত ঘরগুলি সরিয়ে নিয়ে উক্ত দখল বাদীনির বরাবরে সমজিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা সত্তেও ১-৭ নং বিবাদীগণ উক্ত ঘরগুলি সরিয়ে নেয় নাই এবং উক্ত জমির দখল বাদীনির বরাবরে সমজিয়ে দেন নাই। নালিশী "খ" তপশীলের জমি বাদ নালিশা "ক" তপশীলের জমিতে বাদীনি ধান উৎপাদনে ও কর্তনে দখলকার আছেন। বিবাদীরা নালিশী "ক" তপশীলের জমিতে বাদীনির রোপিত ধান কেটে নিবে মর্মে হাঁকাবকাঁ করে বিধায় বাদীনি এই মোকদ্দমা দায়ের করেন নালিশী "খ" তপশীলের জমি হতে ১০.০৪.১৯৮১ ইং তারিখে ১-৭ নং বিবাদীরা বাদীনিকে বেদখল করায় এবং নালিশী "ক" তপশীলের জমির ধান কাটবেন ও এতে প্রবেশ করবেন মর্মে হাঁকাবকা করার কাল হতে অত্র মোকদ্দমার নালিশের হেতুর উদ্ভব হয়েছে।

১-১৩ নং বিবাদীগণ এই মোকদ্দমায় বর্ণনাপত্র দাখিলক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংক্ষেপে ১-১৩ নং বিবাদীগণের মোকদ্দমা এই, বর্তমান আকারে ও প্রকারে অত্র মোকদ্দমা চলতে পারে না, অত্র মোকদ্দমা নালিশের হেতু নাই, অত্র মোকদ্দমা তামাদিতে বারিত হয়। নালিশী জমি ফয়েজ

উদ্দিনের প্রকাশ পৈয় উদ্দিনের স্বত্বীয় দখলীয় জমি ছিল। ফয়েজ উদ্দিন ৩ স্ত্রী ও তার ঔরষজাত নাবালক-নাবালিকা ছেলেমেয়ে ছিল। ফয়েজ উদ্দিন তার বৃদ্ধাবস্থায় তার নাবালক ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করবে চিন্তা করে ভাইপো বাদীনির স্বামী বদরুজ্জামানের বেনামী হতে তার সাথে পরামর্শ করে নাবালকদের স্বার্থ রক্ষার্থে ০৬.১১.১৯৫৬ ইং তারিখের কবলা মূলে নালিশী জমি রাখেন। উক্ত কবলার কোন পণমূল্যে আদান-প্রদান হয় নাই। নালিশী জমি পূর্বাপর ফয়েজ উদ্দিনের দখলে ছিল। ফয়েজ উদ্দিনের বৃদ্ধাবস্থায় তার জায়গা জমি বাদীনির স্বামী বদরুজ্জামান দেখাশ্না করতেন। ফয়েজ উদ্দিনের দলিলপত্র বদরুজ্জামানের নিকট থাকত। সেই সূত্রে উপরোক্ত ০৬.১১.১৯৫৬ ইং তারিখের কবলাও বদরুজ্জামানের হেফাজতে ছিল। ফয়েজ উদ্দিন মারা যাওয়ার পর তাকে কবরস্থ করার আগে ১-১৩ নং বিবাদীগণ বাদীনির স্বামী বদরুজ্জামানকে নালিশী জমি তাদেরকে ফেরত দিতে বললে বাদীনি স্বামী বেনামী স্বীকারে ১-১৩ নং বিবাদীগণকে নালিশী জমি ফেরত দিবেন মর্মে উপস্থিত জানাজায় শরীক সকল ব্যক্তিগণের সামনে অংগীকার করেন। কিন্তু পরবর্তীতে বদরুজ্জামান নালিশী জমি ১-১৩ নং বিবাদীগণকে ফেরত না দেওয়ায় তারা এলাকার ইউপি চেয়ারম্যান ছৈয়দুর রহমানের নিকট নালিশ করলে বাদীনির স্বামীকে তাদের বরাবরে নালিশী জমি ফেরত দেওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। কিন্তু বাদীনির স্বামী উক্ত নির্দেশ মানেন নাই। এতে পরবর্তী চেয়ারম্যান ছৈয়দুর রহমান ওরফে সাদেকুর রহমানের নিকট নালিশ দিলে তিনিও বাদীনির স্বামীকে ১-১৩ নং বিবাদীগণকে নালিশী জমি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু বাদীনির স্বামী ইহাও মানেন নাই। এতে গত ১১.০৬.১৯৮০ ইং তারিখ ১-১৩ নং বিবাদীরা মাহমুদুল করিম চৌধুরী এমপি গং এর নিকট পুনরায় বিচার দিলে তারা নালিশী জমি ১-১৩ নং বিবাদীগণকে ফেরত দেওয়ার জন্য রোয়েদাদ দেন। কিন্তু এতে বদরুজ্জামান ১-১৩ নং বিবাদীগণকে নালিশী জমি সম্পর্কে মুক্তিনামা বা ফেরত কবলা দেন নাই। এই বিবাদীরাও বাদীনির স্বামী বদরুজ্জামান চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন চৌধুরা গং এর নিকট ০৫.০২.১৯৯৯ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি এগ্রিমেন্ট নামামূলে বিচার দেন। উক্ত ব্যক্তিগণ নালিশী জমি সম্পর্কে সালিশ করে ২০.১০.১৯৮১ ইং তারিখ রোয়েদাদ রেজিষ্ট্রি করে দেন। সালিশকারগণ উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে, কাগজপত্র পর্যালোচনা করে নালিশী জমি ১-১৩ নং বিবাদীগণকে ফেরত দেওয়ার জন্য বদরুজ্জামানকে নির্দেশ দেন। বাদীনির স্বামী বদরুজ্জামান

অত্যন্ত ধূর্ত লোক। ১-১৩ নং বিবাদীগণ বাদীনির বরাবরীয় ৩০.০৬.১৯৮০ ইং তারিখ যুক্ত দানপত্রের কথা জানতেন না। উক্ত দানপত্র ভুয়া, তঞ্চক, মিথ্যা দলিল হয়। উক্ত দানপত্র চকরিয়া সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম রেজিষ্ট্রি করা হয়। বাদীনি উক্ত দানপত্র মূলে নালিশী জমিতে কোন স্বত্ব, দখল অর্জন করেন নাই। উক্ত দানপত্র নালিশী জমি ১-১৩ নং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাধ্যকর নয়। বাদীনির স্বামী বাদীনিকে দাঁড় করিয়ে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। নালিশী জমিতে এই বিবাদীগণ ভোগ দখলকার আছেন। নালিশী জমি ২ নং বিবাদী ও ৪ নং বিবাদীর বাড়ী আছে। নালিশী জমিতে উক্ত একটি নতুন ও আরেকটি এই বিবাদীগণের বুদ্ধিজ্ঞান হওয়ার পর করা হয়েছিল। নালিশী জমি বাদীনি কিংবা বাদীনির স্বামী দখল করেন নাই। বাদীনির কথিত মতে ১-৭ নং বিবাদীগণ নালিশী "খ" তপশীলে জমি হতে বাদীনিকে বেদখল করা সত্য নয়। অত্র মোকদ্দমা খরচাসহ ডিসমিস হওয়ার যোগ্য।

বাদী ও বিবাদীর আরজি ও জবাব পর্যালোচনা করে বিচারিক আদালত নিম্নবর্ণিত বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করেন:

(১) *বর্তমান আকারে ও প্রকারে অত্র মোকদ্দমা চলতে পারে কিনা?*

(২) *অত্র মোকদ্দমা উপযুক্ত তায়দাদ ও কোর্ট ফি যুক্তে দায়ের করা হয়েছে কিনা?*

(৩) *অত্র মোকদ্দমা পক্ষদোষে অচল কিনা?*

(৪) *অত্র মোকদ্দমা তামাদিতে বারিত কিনা?*

(৫) *নালিশী জমিতে বাদীনির স্বত্ব ও স্বার্থ দখল আছে কিনা?*

(৬) *নালিশী 'খ' তপশীলের জমি হতে বাদীনি বিবাদীগণ কর্তৃক বেদখল হয়েছে কিনা?*

(৭) *বাদীনি তার প্রার্থীত প্রতিকার পেতে পারে কিনা?*

অত:পর, উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনাকরত: বিচারিক আদালত বাদীর প্রার্থীতমতে ডিক্রি প্রদান করেন। বিচারিক আদালতের উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে বিবাদী বিজ্ঞ জেলা জজ, কক্সবাজার সমীপে অন্য আপীল নং ০২/১৯৯২ দায়ের করেন। বিজ্ঞ জেলা জজ উক্ত আপীলটি গ্রহণকরত: অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনপূর্বক উহা নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, কক্সবাজার বরাবর

প্রেরণ করেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ উভয়পক্ষকে শুনানীঅন্তে আপীলটি নামঞ্জুর করেন। আপীল আদালতের উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে বিবাদী-আপীলেন্ট-দরখাস্তকারীর দাখিলী বর্ণিত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত রুল জারী করা হয়।

শুনানীকালে প্রার্থীপক্ষের কেউই উপস্থিত হয়নি।

অপরদিকে, প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আনোয়ারুল আজিম খায়ের নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য স্বাধীন ও স্বাতন্ত্রিকভাবে বিচার বিশ্লেষণকরতঃ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাদী তার মোকদ্দমা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বাদীর অনুকূলে কাঙ্খিত প্রতিকার তথা ডিক্রি প্রদান করেছেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, আপীল আদালত স্বাধীন ও নির্মোহভাবে উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য পর্যালোচনাকরতঃ আপীলটি আইনসঙ্গতভাবে নামঞ্জুর করেছেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, The concurrent findings of the Courts below do not warrant for any interference and as such, there is no misreading or non-reading or non-consideration of evidence on record। সঙ্গত কারণে, রুলটি নিষ্ফলযোগ্য।

এখন দেখতে হবে, তর্কিত রায় ও ডিক্রি আইনতঃ রক্ষণীয় কি না?

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর নিবেদনসমূহ এবং নথিতে রক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তথ্যাদি ও উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হলো।

বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরতঃ অভিমত পোষণ করেন যে, বাদীর দাখিলী মোকদ্দমাটি আইনতঃ রক্ষণীয় এবং উক্ত মোকদ্দমায় প্রদর্শিত তায়েদাদ ও কোর্ট ফি যথাযথভাবে প্রদান করা হয়েছে। বিচারিক আদালত বাদীর মোকদ্দমাটি পক্ষদোষে দূষিত নয় মর্মে অভিমত পোষণ করেন। বিচারিক আরো অভিমত পোষণ করেন যে, মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত নয়। বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণ করে অভিমত পোষণ করেন যে, ‘ক’ ও ‘খ’ তফসিলের ভূমিতে ৩০-০৬-১৯৮০ ইং

তারিখে দানপত্রমূলে বাদী মালিক দখলকার হন। বিচারিক আদালত আরো উল্লেখ করেন যে, 'খ' তফসিলের ভূমি থেকে বিবাদীপক্ষ বাদীকে জোরপূর্বক বেদখল করেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাদী উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করেছেন বিধায় উহা তামাদিতে বারিত নয়। আপীল আদালত এই মর্মে অভিমত পোষণ করেন যে, বাদীনি তাঁর স্বামী বদরুজ্জামান এর নিকট থেকে ৩০-০৬-১৯৮০ ইং তারিখের দানপত্রমূলে নালিশী ভূমিতে মালিক দখলকার হয়েছেন এবং আপীল আদালত বিচারিক আদালতের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। বিবাদীপক্ষ নালিশী ভূমিতে স্বত্ব দখলের যে দাবী উপস্থাপন করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অগ্রহণযোগ্য এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ১০-০৪-১৯৮১ ইং তারিখে বিবাদীগণ বাদীকে 'খ' তফসিলের ভূমি থেকে বাদীপক্ষকে বেদখল করেছেন এবং আইনে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাদী অপর মোকদ্দমা নং ৫৭/১৯৮১ দায়ের করেছেন।

বাদী এবং বিবাদীপক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষীর সাক্ষ্য অত্রাদালত গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে ইহা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, বিবাদীপক্ষ 'খ' তফসিলের ভূমি থেকে বাদীকে বেদখল করেছেন। স্বীকৃতমতে, বাদীগণের পূর্ববর্তী বদরুজ্জামানের নামে এম.আর.আর ও বি.এস খতিয়ান প্রস্তুত হয়, যা প্রদর্শনী-৫ ও ৬ হিসেবে পরিচিহ্নিত হয়। উভয়পক্ষের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আরো প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীদের নালিশী ভূমিতে স্বত্বের দাবী নড়বড়ে এবং আইনসঙ্গত নয়। অরেজিষ্ট্রিকৃত রোয়েদাদ মূলে বাদীনির স্বামী; বদরুজ্জামান কর্তৃক বিবাদীগণের বরাবর সালিশের মাধ্যমে নালিশী ভূমি হস্তান্তর করেছেন এবং তার অনুবলে বিবাদীগণের নালিশী ভূমিতে স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এই দাবী আইনতঃ গ্রহণযোগ্য নয়। বিবাদীপক্ষ তাদের জবাবে উল্লিখিত দাবী গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। পরিশেষে অত্রাদালত দৃঢ় অভিমত পোষণ করে যে, বিচারিক আদালত বিস্তারিতভাবে উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে নালিশী ভূমিতে বাদীর স্বত্ব রয়েছে মর্মে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তা যুক্তিসঙ্গত। তাছাড়া, নালিশী 'খ' তফসিলের ভূমি থেকে বাদীর দখল বেদখলের কাহিনী আইনসঙ্গতভাবে প্রমাণীত হয়েছে। অত্রাদালত আরো মনে করে যে, The concurrent findings of the Courts below are based on sound reasoning. There is no misreading or non-reading of

evidence। উভয় আদালতের যৌথ সমাপতন (concurrent findings) বস্তুনিষ্ঠ এবং আইনের কষ্টি পাথরে যাচাই করলে এর মধ্যে কোন বিকৃত সিদ্ধান্ত (perverse finding) অনুমিত হয় না। ফলে, রুলটি ব্যর্থ।

অতএব, আদেশ হয় যে, বর্ণিত রুলটি বিনা খরচায় discharged করা হলো। ইতোপূর্বে অত্রাদালত কর্তৃক জারীকৃত স্থগিতাদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

নিম্ন আদালতে অত্র রায়ের কপিসহ LCRs জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন

নাছের
পিও